এক নজরে

ধর্ষণের মামলায় ১০ বছরের জেল

অপহরণের পরে যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের একটি মামলায় এক ব্যক্তিকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিল বারাসতের পকসো আদালত। আদালত সূত্রের খবর, সাজাপ্রাপ্তের নাম অসীম মণ্ডল। বাড়ি ঘোলা থানার মাধবপুরে। ওই ব্যক্তি ২০১৫ সালে দত্তপুকুরের একটি বাড়িতে কাজ করার সময়ে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণ করে মুম্বই নিয়ে যায়। সেখানে তার উপরে যৌন নির্যাতন চালায় ও ধর্ষণ করে। মুম্বই থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করার পরে অসীমকে গ্রেফতার করে দত্তপুকুর থানা। বৃহস্পতিবার তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সরকারি আইনজীবী গৌতম সরকার জানান, ৩৬৩ ধারায় নাবালিকা অপহরণের দায়ে ৭ বছরের কারাদণ্ডের সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল, ৩৬৬(এ) ধারায় ৭ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক। এ ছাড়াও পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় ১০ বছর কারাদণ্ডের পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ হয়েছে।

দু'টি দুর্ঘটনা, জখম

মিনিবাসের ধাক্কায় জখম হলেন এক বৃদ্ধ পথচারী। শুক্রবার সকালে, গিরিশ পার্ক থানা এলাকার বিবেকানন্দ রোডে। আহতের নাম গঙ্গাপ্রসাদ গুপ্ত। তিনি বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার পরেই মিনিবাসটির চালক পালিয়ে যান। অন্য দিকে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রুবি মোড়ে গাড়ির ধাক্কায় জখম হন কস্তুরী রায় নামে এক পথচারী।

বাজেয়াপ্ত বাজি

৭০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি-সহ এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম শান্তনু দাস। আটক করা হয়েছে একটি ছোট পণ্যবাহী গাড়ি। শুক্রবার পশ্চিম বন্দর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাড়িটি আটকে তল্লাশি শুরু করে। তখনই পাঁচটি বড় বাক্স থেকে উদ্ধার হয় ওই বাজি।

১৬২ বছরে

পুরনো ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের অধীনে কলকাতা-শিলিগুড়ি রেলপথের অংশে ছিল শিয়ালদহ-রানাঘাট-গেদে শাখা। অধুনা শিয়ালদহ উত্তর শাখার ওই রেলপথে এক সময়ে দার্জিলিং মেল-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন ছুটত। পৌঁছনো যেত গোয়ালন্দ, খুলনা, ঢাকা-সহ নানা গন্তব্যে। পূর্ববঙ্গ থেকে ওই রেলপথে পাট আসত এ পার বাংলায়। ওই রেলপথের উপরে নির্ভর করেই ৩৮টি চটকল তৈরি হয় উত্তর ২৪ পরগনা লাগোয়া এলাকায়। কাল, রবিবার এই রেলপথ ১৬২ বছরে পা দিচ্ছে। সেই উপলক্ষে শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চালানো ছাড়াও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে রেল।

ক্ষতিগ্রস্ত নিকাশি, জলভাসি ভিআইপি রোডে ভোগান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা

উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে একটু ভারী বৃষ্টিতেই জলভাসি হয়। সঙ্গে জুড়েছে মেট্রোর কাজের জন্য তৈরি হওয়া রাস্তার বড় বড় গর্ত। সব মিলিয়ে ভিআইপি রোডের উপরে হলদিরাম থেকে কৈখালি পর্যন্ত অংশের বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীরা দু'দিনের বৃষ্টিতেই আবার চরম ভোগান্তির শিকার হলেন।

নিম্নচাপের কারণে বৃহস্পতি ও শুক্রবারের বৃষ্টিতে হলদিরাম থেকে কৈখালি পর্যন্ত রাস্তার দু'দিকের সার্ভিস রোড এক প্রকার নদীতে পরিণত হয়েছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেলেই ঢেউ উঠছে। দু'টি সার্ভিস রোডই জলে ডুবে যাওয়ায় বিমানবন্দরমুখী রাস্তায় তীব্র যানজট তৈরি হচ্ছে। ক্ষুব্ধ নাগরিকদের অভিযোগ, প্রতি বছরই বৃষ্টি হলে এই ভোগান্তি তাঁদের লেগে থাকে। জল জমার সমস্যা তো মেটেইনি, উল্টে মেট্রোর কাজের জন্য হলদিরাম থেকে কৈখালি পর্যন্ত রাস্তায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে বৃষ্টি কমে মাঝেমধ্যে রোদও উঠেছে। তা সত্ত্বেও হাঁটুজল ঠেলে বাড়ি ফিরতে হয়েছে লোকজনকে। জমা জলে গাড়ি বিকল হতে দেখা গিয়েছে। ওই এলাকার আবাসন, দোকান, বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা কিন্ডারগার্টেন স্কুলও জলবন্দি হয়ে থেকেছে। আবাসনের বাসিন্দাদের অভিযোগ, জলের জন্য সার্ভিস রোডে ঢুকতে না পেরে মূল ভিআইপি রোড থেকেই পড়ুয়াদের তুলছে স্কুলবাস। এক অভিভাবকের অভিযোগ, ''জল ভেঙে বাসে উঠতে গিয়ে ছেলে পড়ে যাওয়ায় স্কুলেই যেতে পারেনি। চার দিকে এত জমা জল যে, অ্যাম্বুল্যান্সও ঢুকতে পারবে না।''

এ সবের মধ্যে দুর্ভোগ বাড়িয়েছে বিমানবন্দর-নিউ গড়িয়া মেট্রোর অসমাপ্ত কাজ। হলদিরাম থেকে কৈখালির দিকে সার্ভিস রোড ধরে স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। স্থানীয়দের দাবি, মেট্রোর স্তম্ভ বসাতে বড় বড় গর্ত করা হয়েছে। জমা জলের নীচে সেই সব গর্ত কোথায় আছে, বিদ্যুতের তার কোথাও পড়ে আছে কিনা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাঁদের অভিযোগ, স্তম্ভ বসানোর কাজ শেষ হওয়ার পরেও রাস্তায় পড়ে থাকা নির্মাণ সামগ্রী সরানো হয়নি। মেট্রোর তরফে স্টেশন তৈরির কাজ শুরুর আগে বিরাট নিকাশি নালা তৈরি করা হলেও এই বর্ষায় তা কোনও কাজেই আসেনি।

মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ভিআইপি রোডে সার্বিক ভাবে নিকাশির সমস্যা থাকায় নির্মাণস্থল থেকে জমা জল সরতে সময় লাগছে। যে নকশা অনুযায়ী স্তম্ভ বসার কথা, তা এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় নালাটি খোলা সম্ভব হয়নি। রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেডের (আরভিএনএল) এক আধিকারিক জানান, সার্ভিস রোডে কিছু সমস্যা রয়েছে। চেষ্টা চলছে কাজ শেষ হওয়া অংশের মূল রাস্তা খুলে দিতে।

অন্য দিকে, বিধাননগর পুরসভার মেয়র পারিষদ (নিকাশি) দেবরাজ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, নিকাশি উন্নত করার কাজ পূর্ত দফতর করে। পুরসভার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে।

বিধাননগরে ক্ষুব্ধ পুরপ্রতিনিধিদের বিবাদে জড়াতে নিষেধ মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা

কার্যবিবরণী থেকে বক্তব্যের অংশ (প্যারা) বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে জটিলতার জেরে বুধবার মুলতুবি হয়ে গিয়েছিল বিধাননগর পুরসভার বোর্ডের বৈঠক। আপাতত পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নির্দেশ দিয়েছেন, দলের পুরপ্রতিনিধিরা যেন কোনও ভাবেই নিজেদের মধ্যে রেষারেষিতে জড়িয়ে না পড়েন। সেই জন্য আগামী ১ অক্টোবর বোর্ডের বৈঠকে ওই প্যারা বাদ যাওয়ার বিষয়টি উহ্য রেখেই অন্যান্য বিষয় নিয়ে পুরপ্রতিনিধিদের বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

লোকসভা নির্বাচনে বিধাননগর পুর এলাকায় তৃণমূলের হারের পরে পুর চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। যা নিয়ে গত ২৭ জুলাই সব্যসাচীর বিরুদ্ধে মন্ত্রগুপ্তির শপথ ভঙ্গের অভিযোগ আনেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি প্রসেনজিৎ নাগ, মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী-সহ অনেকেই। গত ২৫ তারিখ বোর্ডের বৈঠকে সব্যসাচীর ওই বিষয়ে বক্তব্য পেশের কথা ছিল বলেই দাবি করেছিলেন পুরপ্রতিনিধিরা। কিন্তু তার আগে মন্ত্রগুপ্তি নিয়ে বক্তব্যের অংশ কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাতে ক্ষুব্ধ হয় সব্যসাচীর বিরোধী গোষ্ঠী।

কিন্তু ২৫ তারিখ পুরমন্ত্রী ক্ষুব্ধ পুরপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন, নিজেদের মধ্যে বিবাদ না করতে। সমস্যার সমাধানে তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও পুরপ্রতিনিধিদের জানিয়েছিলেন ফিরহাদ। শুক্রবার মেয়র পারিষদ দেবরাজ ও নিউ টাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় পুরমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। পরে ফিরহাদ বলেন, ''আমি সবাইকে নিয়ে বৈঠক করব। তার আগে ওঁদের জানিয়েছি, আগামী বোর্ডের বৈঠকে বিতর্কিত অংশ বাদ দিয়ে বাকি কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতে।''

ধর্ষণ ভাইরাস বধে আইন কি আদৌ শেষ কথা

ঋজু বসু

ধর্ষণের পরে শাস্তি দেওয়ার আগে জরুরি ওই অপরাধের প্রতিরোধ। এই ভাবেই কথা শুরু করেছিলেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্নাতকোত্তর ছাত্রী পারমিতা খাস্তগীর। কিন্তু ধর্ষণের সাজা হিসাবে মৃত্যুদণ্ডে ভরসার গল্প-কৌতূহলও ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের শরিক, নবীনা চিকিৎসক পারমিতার কথায়, "আমাদের সহপাঠীকে যে অবস্থায় দেখেছি, তা আমাদের বিপর্যস্ত করেছে। আমরা নিজেদের ওই অবস্থায় ভেবেছি! সেই সঙ্গে হাথরস, কামদুনির মতো কত ঘটনা মনে পড়েছে...। ক'টা ধর্ষক সাজা পেয়েছে? এই কিছুই না-হওয়ার হতাশাই অনেককে মৃত্যুদণ্ড চাইতে বাধ্য করে।"

আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্যোগে 'শহর কী বলছে' শীর্ষক আলোচনাসভায় জড়ো হয়েছিলেন নানা ক্ষেত্রের কয়েক জন। পুলিশ, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, শিক্ষক, সমাজকর্মীরা মিলে 'মৃত্যুদণ্ডই কি ধর্ষণের সমাধান', এই প্রশ্নের জবাব খুঁজছিলেন। আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদের আবহে উজ্জ্বল মুখ হয়ে উঠে এসেছেন হাওড়ার তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষিকা মোনালিসা মাইতি। দ্ব্যর্থহীন ভাবেই ধর্ষণের সামাজিক ভাইরাসটিকে তিনি চেনালেন। "ধর্ষক আকাশ থেকে পড়ে না। মেয়েরা তো বাড়িতেও সব সময়ে নিরাপদ নয়। সমাজ শোধনের কাজটা নিজের বাড়ি থেকে করতে হবে!" শহরের নারী আন্দোলনের আর এক মুখ, রাজাবাজার এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের স্বনির্ভর করার কারিগর সাহিনা জাভেদও একই কথা বললেন।

ধর্ষণের মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের অপরাজিতা আইনের দাওয়াইয়ের কথা উঠেছিল এই প্রসঙ্গেই। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সেসের অধ্যাপিকা রুচিরা গোস্বামী স্পষ্ট বললেন, "ধর্ষণের সঙ্গে খুন, মৃতপ্রায় করে ফেলা থেকে ধর্ষণ সংক্রান্ত কিছু অপরাধে আইনের বিলটি ফাঁসিই একমাত্র সাজা ধার্য করছে। এতে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টায় নির্যাতিতার বা ঘটনার সাক্ষীদেরও বিপদ বাড়বে। অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন হবে।" রুচিরার ব্যাখ্যা, "দেশে আইনের ছড়াছড়ি! মহিলা তদন্তকারী অফিসার, জেন্ডে অ্যাক্ট, পকসো, থানায় শিশুবান্ধব কোণের বন্দোবস্ত...কত কী! আকছার কিছুই কার্যকর হয় না! মানুষ শুধু সময়ে বিচার চায়, চায় শাস্তি সুনিশ্চিত হোক। এটুকুও হয় না বলেই এত লোক মৃত্যুদণ্ড চায়। কিন্তু বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান দেখে মৃত্যুদণ্ড ধর্ষণ কমায় বলে মনে হয় না!"

রাজ্যের প্রস্তাবিত অপরাজিতা বিলে হাতে গরম সাজার আশায় পুলিশি তদন্তের সময়সীমাও ২১ দিনে বেঁধে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা কি আদৌ বাস্তবায়িত করা সম্ভব? কলকাতা পুলিশের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ডিসি (সাউথ)-২ বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় বললেন, "পুলিশ তো পরনির্ভর, সব কিছু তথ্যপ্রমাণ যাচাইয়ের জন্য কোনও না কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু পুলিশি তদন্তের অনেক কিছুই পুলিশের হাতে থাকে না।"

গৃহহিংসার বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক সাহিনা প্রশ্ন তুললেন, "গরিব ঘরের একটি মেয়েকে কেন এখনও অভিযোগ লেখাতে থানায় ঘণ্টার পরে ঘণ্টা হয়রান হতে হবে?" মোনালিসা সহমত, "ভাবলে লজ্জা করে যে, ধর্ষিতাকে কত বাধা ঠেলে পুলিশের কাছে যেতে হয়! ৪০টি ধর্ষণ নথিভুক্ত হলে ১৪০টিই লেখা হয় না।" বুদ্ধদেব বোঝালেন, এই সমস্যার দায় শুধু পুলিশেরই নয়। সাহিনা, পারমিতাদের আর্জি, পুরুষকে সংবেদনশীল, সহমর্মী হতেও শেখাতে হবে, যাতে নারী বা যৌনতা নিয়ে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। রাষ্ট্রীয় প্রতিশোধে আস্থা নয়। শেষ কথা বলে গেল সামাজিক উত্তরণের আর্তিই।

শহর কী বলছে?

কড়া আইন না কি অপরাধের আগে প্রতিরোধ? কোন পথে কমবে ধর্ষণ? এই নিয়ে কী ভাবছে মহানগর?

আলোচনাসভায় বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়, মোনালিসা মাইতি, পারমিতা খাস্তগীর, রুচিরা গোস্বামী, সাহিনা জাভেদ (বাঁ দিক থেকে)। ছবি: রণজিৎ নন্দী

বধিরদের নিরাপত্তায় বহু ফাঁক, উঠে এল আলোচনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

কর্মক্ষেত্রে ও অন্যান্য জায়গায় নারী-সুরক্ষার বিষয়টি নতুন করে বহুল আলোচিত হচ্ছে আর জি কর-কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে। আলোচনায় উঠে আসছে প্রান্তিক মানুষদের নিরাপত্তার অভাবের বিষয়টিও। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বধির মানুষেরাও। বধির হলে অনেকেই কথাও বলতে পারেন না। বিপদের সময়ে চিৎকার করে সাহায্য চাওয়ার সুযোগ থেকেও তাঁরা তাই বঞ্চিত। সম্প্রতি ২০ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পালিত হওয়া আন্তর্জাতিক বধির সপ্তাহে চর্চা হয়েছে তাঁদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খামতির দিক নিয়েও। এই উপলক্ষেই শুক্রবার সল্টলেকের 'আইডিয়াল স্কুল ফর দ্য ডেফ'-এ পড়ুয়াদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল একটি অনুষ্ঠানের।

এ দিনের অনুষ্ঠানেও উঠে আসে বধির মানুষদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর অভাবের দিকটি। অনুষ্ঠানের সহযোগী, একটি ব্যাটারি ও টর্চ প্রস্তুতকারক সংস্থার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও স্ট্র্যাটেজিক বিজ়নেস হেড অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, কর্মক্ষেত্রে যোগদান বেড়েছে বধির মানুষদের, কিন্তু সেই তুলনায় বাড়েনি পরিকাঠামো। সেই দিকটির উন্নতি একান্ত জরুরি বলে মত দেন তিনি।

ওই সংস্থার তরফে এ দিন পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সাইরেন টর্চ। এই টর্চে উজ্জ্বল এলইডি আলোর পাশাপাশি রয়েছে ১০০ ডেসিবেল শব্দমাত্রার একটি সাইরেন। বিপদের সময়ে বধির পড়ুয়ারা এই সাইরেনের ব্যবহার করে আশপাশের মানুষদের সতর্ক করতে পারবেন। পড়ুয়াদের এটির ব্যবহারপদ্ধতিও বোঝানো হয়।

এ দিন উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী। সল্টলেকের এই স্কুলের সঙ্গে ১৬ বছর বয়স থেকে জড়িয়ে রয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, "বধির পড়ুয়াদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সঙ্গে আমি পরিচিত। তবু তাঁরা বহু বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রথাগত প্রতিবাদের অনেক উপায়ই ওঁদের কাছে অধরা। এই টর্চটি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ভরসা জোগাবে।''

Delivery Mode: Registered/Publication

NOTICE TO THE RESPONDENT TO SHOW CAUSE
[SCR, Order XXII]
IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

PETITION FOR SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) No. 10420 OF 2012

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
...Petitioner(s)/Appellant(s)

VERSUS

R.S. ANTIL AND OTHERS
...Respondent(s)

To,

1 SH. D. MUKHOPADYA (RETIRED),
VILL : SHAHEB PARA, P.O, DISTT
SOUTH 24 PARGANA
WEST BENGAL - 743369

PID: 170452/2024 FOR
R[13] IN SLP(C) NO.
10420/2012 (SEC XIV)

Whereas the Petition for SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) abovementioned (copy enclosed) filed in the Registry by **Mr. PRAVEEN SWARUP**, advocate on-record, on behalf of the Petitioner(s) above named, was listed for hearing before the Judge-in-Chambers Court on **23rd March, 2012** and the Court was pleased to pass the following order:-

"Issue notice in the application for condoration of delay in filing substitution application, substitution, condonation of delay in filing special leave petition as also in the special leave petition."

AND WHEREAS, the service of show cause notice could not be effected on unserved Respondent No. 13 and the matter abovementioned was listed before **Hon'ble Court (In Chambers)** on **01st August, 2024**, when the following order was passed:-

"1. The arguments in the main matters were heard in the year 2021 and the judgment was reserved. However, on 16th September, 2021, this Court noticed that the special leave petition stood rejected against the respondents No. 13, 16 and 26/1 for non-curing of defects in the application for substituted service.

2. The applications being (IA D NO. 139714/2019 along with IA D No. 139715 of 2019) were filed on 12th September, 2019 for substitution to bring on record the Lrs. of deceased respondent No. 26/1 and for condonation of delay in filing substitution application; and another application (IA No. 151242/2019) was moved on 28th September, 2019 for recalling Court's order dated 26th August, 2019 which remained defective. In view of the defects in the applications, the same were not listed.

3. Learned counsel for the petitioner has on 02nd August, 2022 filed a letter for withdrawal of applications filed earlier, i.e. Application for substitution (IA D. No. 70689/2019, 139714/2019, 141218/2021), Application for condonation of delay in substitution (IA D. No. 139715/2019), Application for setting for setting aside abatement (IA D. No. 141225/2021) and Application for condonation of delay in filing application for setting aside the abatement (IA D. No. 141227/2021)

4. At the request of the learned counsel for the petitioner, the above applications along with IA No. 151242/2019 are permitted to be withdrawn.

5. The Court recalled the order dated 15th September, 2021 whereby, the judgment was reserved and the matter has been proceeded thereafter.

6. Now, learned counsel has moved fresh applications for substitution (IA No. 71243/2022), condonation of delay in filing the substitution application (with delay of 3332 and 2265 days) (IA D. No. 71245/2022), setting aside abatement (IA No. 71247/2022) in respect of deceased respondent Nos. 16 and 26/1.

7. For the reasons mentioned in the applications, the same are allowed.

8. Let notices be issued to the Lrs. of Respondent Nos. 16 and 26/1.

9. I.A. No. 71233/2022 filed for effecting substituting service on respondent No. 13 through paper publication in the local newspapers is also allowed. Let the proof of publication be filed within six weeks.

10. List after six weeks."

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above matter(s) will be posted for hearing before the Court in due course when you may appear before this Court either in person or through an advocate-on-record of this Court duly appointed by you in that behalf within thirty days from the date of service of notice. You may thereafter show cause to the Court on the day that may subsequently be specified as to why special leave and interim relief, as prayed for, be not granted and the resultant appeal be not allowed.

You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule VI of Order XXII, SCR 2013, within thirty days from the date of receipt of notice or not later than two weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) and may produce such pleadings and documents filed before the Court against whose order the SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) is filed and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.

TAKE FURTHER NOTICE that if you fail to enter appearance, as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

Dated : **29th August, 2024**

ASSISTANT REGISTRAR

Note:

[1] "LEGAL AID: Legal service of an advocate is provided by the Supreme Court Legal Services Committee and the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society to eligible Litigants.
For further information, please contact the Secretary, Supreme Court Legal Services Committee or the Member Secretary, Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society, 107-108, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block - Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110001 (Tel Nos. 011-23116353, 23115354 (Additional Building Complex) and 011-23381257 (Front Office)).

[2] MEDIATION: The facility of amicable settlement of disputes by trained mediators in cases pending in the Supreme Court is available in the Supreme Court.
For further information, please contact the Co-ordinator, Supreme Court Mediation Center, 109, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block - Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110001 (Tel No. 011-2307432).

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, हटिया योजना, राँची

ई–प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

निविदा रद्द करने के संबंध में

इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा सं0:– LAB/DWSD/10/2024-25 दिनांक– 13/09/2024 (प्रथम आमंत्रण) जिसका **PR No.** 336094 (Drinking Water & Sanitation)2024-25 है, को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल,
हटिया योजना, राँची

PR 337338 Drinking Water and Sanitation(24-25)#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट

निविदा रद्द संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट अन्तर्गत आमंत्रित ई0 निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–WRD/TDD Tenughat/ IFB/SBD-08/2024-25 दिनांक 24.08.2024 जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, जिसका PR No. 333762 WRD (24-25) D है, अपरिहार्य कारणवश से रद्द किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता,
तेनुघाट बाँध प्रमंडल,
तेनुघाट

PR 337378 Water Resource (24-25)_D

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर
(जिला समाज कल्याण शाखा)

फैक्स–06432-232967 /ई–मेल–dswodeoghar@gmail.com / awc17monitoring@gmail.com

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

जिला योजना, देवघर के पत्रांक 316 दिनांक 25 सितम्बर 2024 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार अनाबद्ध निधि के तहत "देवघर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के Renovation" हेतु इच्छुक निविदादाताओं से अति अल्पकालीन निविदा का आमंत्रण किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार से है:–

क्र0	विवरणी	तिथि / राशि / स्थान
1	निविदा की कुल राशि	1000000-00
2	निविदा प्रकाशन की तिथि	28/09/2024
3	निविदा जमा करने का स्थान	जिला समाज कल्याण कार्यालय, देवघर
4	निविदा एवं नमूना जमा करने की अंतिम तिथि	04/10/2024 संध्या 0 4.00 बजे अप0 तक।
5	निविदा खोलने एवं क्रय समिति की बैठक की तिथि	05/10/2024 अपराह्न 03.00 बजे अप0।

नोट :– उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट **https://deoghar.nic.in** पर देखा जा सकता है।

(उपायुक्त, देवघर के आदेशानुसार)
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी देवघर।

PR 337404 Deoghar(24-25)D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, राँची।
अतिअल्पकालीन ई–प्रोक्योरमेंट सूचना
टेन्डर रेफरेंस नं0–प0नि0वि0 / राँची–22 / 2024–25
दिनांक :–26.09.2024

1.	कार्य का नाम	क्रोकोडाईल पार्क (ओरमांझी– सिकीदिरी के 8वें कि0मी0 पर) से क्रोकोडाईल पथ (कुल लम्बाई– 2.50 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य वर्ष 2024–25.
2.	प्राक्कलित राशि (रू0 लाख में)	रू0 155.32148 लाख (रूपये एक करोड़ पचपन लाख बत्तीस हजार एक सौ अड़तालीस) मात्र।
3.	अग्रधन की राशि (रू0 लाख में)	रू0 3.12 लाख (रूपये तीन लाख बारह हजार) मात्र।
4.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	03 (तीन) महीना
5.	वेबसाईड पर निविदा प्रकाशन की तिथि	30.09.2024 10.30 बजे पूर्वाह्न
6.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि / समय	08.10.2024 12.00 बजे दोपहर तक
7.	निविदा खोलने तिथि / समय	09.10.2024 12.30 बजे
8.	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल राँची, मोरहाबादी, राँची–834008.
9.	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	0651–2361018
10.	ई–प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	0651–2403007

- प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि घट–बढ़ सकती है, जिसे ***Tender Online Upload*** मे देखा जा सकता है, एवं किसी भी प्रकार का बदलाव ***http://jharkhandtenders.gov.in*** पर देखा जा सकता है।
- पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार मे निबंधित संवेदको के लिए ***UCAN*** निबंधन आवश्यक है।
- नियम एवं शर्तो के लिए वेबसाईट ***http://jharkhandtenders.gov.in*** पर देखें।

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग,पथ प्रमंडल,राँची।

PR 337286 Road Construction Dept Road Division Ranchi(24-25)D

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড
২৭বিকেসি, ৭ম তল, প্লট নং সি ২৭, 'জি' ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই ৪০০ ০৫১
সিআইএন নং L65110MH1985PLC038137

[illegible]

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার নাম	নিলামের জন্য রাখা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ডাক দাখিলের শেষ তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (ইএমডি) (টাকা)	দায়
১।	শ্রী কার্য ভান্ডার প্রা লিঃ	[illegible]	[illegible] বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত	[illegible] (এক কোটি পনেরো লক্ষ টাকা)	[illegible] (এগারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)	জানা নেই
২।	শ্রী কার্য ভান্ডার প্রা লিঃ	[illegible]	[illegible] বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত	[illegible] (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা)	[illegible] (বারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা)	জানা নেই

শর্তাবলি:
[illegible] https://kotakbank.auctiontiger.net [illegible] support@auctiontiger.net [illegible] https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html [illegible] https://kotakbank.auctiontiger.net [illegible]

স্থান: মুম্বই
তারিখ: [illegible]

অনুমোদিত আধিকারিক
কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিঃ